OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 160 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 160 - 163
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

স্মরণে-বিস্মরণে কথাসাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মামনি রবিদাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : monidas148@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Harinarayan Chattopadhyay, Brahmadesh, Kolkata, Novel, Short Stories, Film, Audio, Oblivion.

Abstract
Harinarayan Chattopadhyay is a leading writer of Bengali literature. Harinarayan Chattopadhyay made his debut in the world of Bengali literature in the late 1940s. He started his literary career with poetry. His first novel 'Irawati' was published serially in the 'Desh' magazine in 1948 under the name 'Mohana'. Harinarayan Chattopadhyay became very popular with us in the early days of his literary career for the novels he gave us based on Brahmadesh. He incorporated different life problems into Bengali fiction by using Burma or Brahmadesh as a backdrop. This famous storyteller has also written many successful novels and short stories focusing on the lives of Bengalis . Along with writing for adults, his writing for children also became equally popular. Films were made in Bengali and Hindi based on the stories of his novels and short stories. The audio version of the Sunday Suspense program, which features thrilling mystery stories, funny stories, ghost stories and many detective stories written for children and teenagers, was published on Radio Mirchi. But now, this multi-talented writer has been pushed beyond oblivion by the Bengali reader.

Discussion

স্বাধীনতা-উত্তর সময়কাল বাংলা কথাসাহিত্যে গতিমুখ পরিবর্তনের কাল। এই পরিবর্তনের নেপথ্যে ছিল ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে নেমে আসা অর্থনৈতিক মন্দা, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন, জাপানি বোমা বর্ষণ, ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের মন্বন্তর, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বুকে জাতি দাঙ্গা, দেশ বিভাজন এবং উদ্বাস্তু সমস্যা।[১] বিশ শতকের চারের দশকের এই উত্তাল রাজনৈতিক, সামাজিক প্রেক্ষাপটেই বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ ঔপন্যাসিক হিসাবে। কলকাতার ভবানীপুরে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। জন্মের কয়েক বছর পরে পিতা কালিদাস চট্টোপাধ্যায়ের চাকরির সূত্রে তাঁকে যেতে হয়েছিল বার্মায়। ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য 'বঙ্গসাহিত্যাভিধান' –এর তৃতীয় খণ্ডে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী সম্বন্ধে বলেছেন–

> "বাল্যকালে ব্রহ্মদেশবাসী।"[২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 160 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সেজন্য হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পড়াশুনো সব বার্মায়। রেঙ্গুনের বেঙ্গল একাডেমি স্কুল ও বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে প্রথমে কলাবিদ্যা, পরে আইনের স্নাতক হন।

বেশিরভাগ সাহিত্যিকের লেখালেখি জগতে হাতেখড়ি হয় কবিতা দিয়েই। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর ব্যতিক্রম নন। তিনিও সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। বারো বছর বয়সে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম রচনা 'বৃক্ষবন্দনা' নামে একটি কবিতা ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে রেঙ্গুনের বাঙালি ছাত্রসংঘের মুখপত্র 'ছাত্রসংঘ' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বর্মাবাসী ভারতীয়রা যখন দলে দলে সে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসেন তখন হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের সবাই কলকাতায় ফিরে আসেন। এই প্রসঙ্গে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে তপতী দেবী জানিয়েছেন –

> "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বর্মা ছেড়ে দাদুকে পরিবার নিয়ে কলকাতায় আসতে হয়েছিল।"[৩]

কলকাতায় ফিরে হরিনারায়ণ ও তাঁর পরিবার ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়িতেই আশ্রয় নেন। 'সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮৮'-তে অশোক কুণ্ডু পরলোকগত সাহিত্যিকদের বিষয়ে বলতে গিয়ে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে বলেছেন –

> "কলকাতায় ফিরে এসে কিন্তু আইন জগতকে কর্মক্ষেত্র করলেন না। কর্মজীবন শুরু হল ক্যালকাটা ইনস্যুরেন্সে সচিবের মর্যাদায়।"[৪]

পরে তিনি চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ের বীমা কর্পোরেশনে উচ্চপদস্থ আধিকারিক রূপে চাকরিতে যোগ দেন।

সাহিত্যচর্চার প্রারম্ভে কবিতা লিখলেও পরবর্তীকালে তিনি কথাসাহিত্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ইরাবতী' ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় 'মোহানা' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই একটি মাত্র উপন্যাস লিখেই তিনি পাঠক চিত্ত জয় করে নিয়েছেন। শুধু 'ইরাবতী' নয়, পরপর লিখেছেন 'আরাকান', 'উপকূল', ও 'অভিষেক'। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এইসব উপন্যাসে এক ভিন্নতর ভৌগোলিক ভূ-খণ্ড বর্মামুলুক তথা ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত রেঙ্গুন প্রদেশের উপকূল সংলগ্ন সাধারণ মানুষের জীবন সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। তাঁর 'ইরাবতী' উপন্যাসটি হল প্রেম ও দেশপ্রেমের আবেগে বিজড়িত রোমাঞ্চিত জীবনালেখ্য। এই উপন্যাসে নায়ক সীমাচলম ব্যক্তিগত প্রেমের বেদনায় দেশান্তরিত হয়ে বর্মামুলুকে পাড়ি দিয়েছে। সীমাচলম অন্যদেশের মানুষ হয়েও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালসীমায় ব্রহ্মদেশের বিপ্লবপন্থার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। রাজনৈতিক বিপ্লবের পটভূমিকায় নায়ক সীমাচলমকে সঙ্গ দিয়েছে হামিদা। বর্মার স্বাধীনতাকামী জনগণের, নারীপুরুষ, যুবা-যুবতীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ওদেশের মানুষের মতোই আত্মবিসর্জনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে 'ইরাবতী' উপন্যাস সম্বন্ধে বলেছেন –

> "হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'ইরাবতী' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রহ্মদেশে জাপানী বোমাবর্ষণ ও ব্রহ্মের স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দের জনসাধারণকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ করার ঐকান্তিক প্রয়াসের পটভূমিকায় রচিত প্রণয়রোমাঞ্চ কাহিনী। এখানে সীমাচলম নামে এক ব্যর্থ প্রণয়ী মাদ্রাজী যুবকের দেশ-ত্যাগ ও ব্রহ্ম-প্রবাসের নানা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা বিবৃত হইয়াছে।"[৫]

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় শুধুমাত্র বর্মামুলুক বা ব্রহ্মদেশ নিয়েই উপন্যাস রচনা করেছেন তা কিন্তু নয়, বাংলা ও বাঙালির জীবনকে কেন্দ্র করেও খ্যাতিমান এই কাহিনিকার বহু সার্থক উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর লেখা উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় ষাট এবং তেরোটি গল্পগ্রন্থ রয়েছে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'শহরে-বন্দরে', 'নারী ও নগরী', 'ক্লান্তবিহঙ্গী', 'আলোকে তিমিরে', 'কস্তুরী-মৃগ', 'বাসর-লগ্ন' প্রভৃতি উপন্যাসে নগর কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি ও নাগরিক জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়, নাগরিক জীবনের নিষ্করুণ অর্থের বণ্টনবৈষম্য, মানব-মানবীর সম্পর্কের ধূর্ততা এবং সমকালের আর্থ-সামাজিক চিত্র ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতা-উত্তর সময়পর্বে জীবিকার সন্ধানে, অর্থ উপার্জনের আশায়,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 160 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

আশ্রয়ের তাগিদে হাজার হাজার মানুষ কলকাতা নগর অভিমুখে এগিয়ে চলে। ফলস্বরূপ নগর কলকাতায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় তারা বাধ্য হয়ে সেখানে ঠাসাঠাসি ভাবে বসবাস করতে শুরু করে যার ফলে শহরের সীমানা আরও বিস্তৃত হয়। এই কাহিনি নিয়েই 'শহরে-বন্দরে' উপন্যাসের অবয়ব গড়ে উঠেছে। তাঁর 'কলঙ্কিত মুক্তা' উপন্যাসে দেখা যায় রূপসী কলকাতা তার লাস্যময়ী রূপ ও প্রলোভনের নেশায় অনুপকে জড়িয়ে ফেলে। অনুপের বোন মলি কলকাতা শহরের হাজারো প্রলোভন থেকে সরে গিয়ে নিজের মাকে নিয়ে হাজারিবাগে চাকরি নেয়। আবার পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল হয়ে আসা একটি পরিবারের মেয়ে স্বাতী নিজের পরিবারের সাংসারিক খরচ নির্বাহের জন্য গণিকাবৃত্তির পথ বেছে নেয়। উপন্যাসের অন্তিমে এসে দেখা যায় নতুন এক সংসারের হাতছানির লোভে স্বাতী অনুপকে বিয়ে করে জীবনে এগিয়ে চলার স্বপ্ন দেখে।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত হয়। আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই। গল্পটির নাম ছিল 'নজর'। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্পগ্রন্থ হল 'প্রান্তিক' (১৯৫৫), 'সপ্তকন্যার কাহিনী' (১৯৫৬), 'পঞ্চরাগ' (১৯৫৭), 'শঙ্খলিপি' (১৯৫৮), 'প্রজাপতি মন' (১৯৬০)। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মনের সীমানা', 'ফাঁকি', 'দ্বিধা', 'দাঁত', 'ডাকাত', 'প্রদীপের নীচে', 'তৃতীয় পক্ষ', 'শিখণ্ডী', 'ঘরণী', 'পেশা' প্রভৃতি গল্প এককালে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জীবনকে দেখার চোখ তাঁর অতি তীক্ষ্ণ। তাঁর গল্পের শুরুও শেষের মত চমকপ্রদ। গল্প বলার নিজস্ব রীতির মধ্যে মননের তীক্ষ্ণতা ও হৃদয়ের উত্তাপের বুদ্ধি-গ্রাহ্য সমন্বয় দেখা যায়।

> "তাঁর ছোটগল্পে একধরনের অপ্রত্যাশিত চমক লক্ষ্য করা যায়। এ চমক নিছক ঘটনাগত নয়। উপন্যাসে ঘটনা প্রাধান্য থাকলেও ছোটগল্পে তিনি ঘটনাকে প্রশ্রয় দিতে চাননা।"[৬]

লেখক হিসাবে হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের দুটি সত্তা। তিনি একদিকে যেমন বড়োদের জন্য লিখেছেন তার সঙ্গে সঙ্গে ছোটোদের লেখাও তাঁর সমান জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ছোটোদের জন্য তিনি উপন্যাস ও গল্প দুই-ই রচনা করেছেন। ছোটোদের জন্য রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম তিনটি রোমাঞ্চ উপন্যাস হল 'রক্ত দেউল' (১৯৬৮), 'ভয়ের মুখোস' (১৯৬৯) 'কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী' (১৯৭৭)। 'ভয়ের মুখোস' উপন্যাসে দীপু ও তপু কীভাবে বাড়ি থেকে পালিয়ে দুষ্টু লোকদের কবলে পড়েছিল এবং পুনরায় তারা কীভাবে মা বাবার কাছে ফিরে এসেছিল তারই রোমাঞ্চকর কাহিনি ব্যক্ত রয়েছে। 'কবন্ধ বিগ্রহের কাহিনী'-তে রতনগড়ের মন্দির থেকে দুটো মূর্তি নিখোঁজ হওয়া এবং তা পুনরায় উদ্ধার হওয়ার কাহিনি নিয়েই এই উপন্যাসের সমাপ্তি।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের গোয়েন্দা চরিত্র পারিজাত বক্সী এক অনন্য সৃষ্টি। 'এক মুঠো হীরে' গল্পে তুফানীকে কিভাবে ধরে ফেলেছিল পারিজাত বক্সী তা জানা যায়। 'লা' গল্পে পাঁচ বন্ধুর মধ্যে একজনের বাবা মৃত্যুর আগে লা অক্ষরটি লিখে যান। পারিজাত বক্সী এই রহস্যের সমাধান করে খুনীকে ধরে ফেলেন। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় শিশু-কিশোরদের জন্য রোমাঞ্চকর রোমহর্ষক রহস্য কাহিনি, হাসির গল্প, ভূতের গল্প এবং গোয়েন্দা গল্প রচনার ক্ষেত্রে দারুণ মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন। তাঁর রোমাঞ্চকর রহস্য কাহিনির মধ্যে অন্যতম হল 'আরণ্যক', 'কালো গোলাপ', 'বনকুঠির রহস্য' প্রভৃতি। অন্যদিকে তাঁর রোমহর্ষক শিকার কাহিনিমূলক কয়েকটি গল্প হল 'তাপ্পিদার সাপ শিকার', 'চিতা শিকার', 'বাঘ শিকার' প্রভৃতি। গোয়েন্দা গল্পের মধ্যে 'মৃত্যুর ঠিকানা', 'পাথরের চোখ', 'সীমানা ছাড়িয়ে' উল্লেখযোগ্য। 'ভূতুড়ে রাত', 'টান', 'ভূতচরিত', 'ভূত নেই?' এগুলি হল তাঁর ভৌতিক গল্প। তাঁর লেখা কয়েকটি হাসির গল্প হল 'বিয়েবাড়ি', 'বরযাত্রী', 'পিকনিক', 'ভেজাল' প্রভৃতি।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নাটকে অভিনয় করতে ভালোবাসতেন। তাঁর চারু অ্যাভিনিউ–এর বাড়িতে নাটকের নিয়মিত মহড়া হত। বহু বেতার নাটকেও অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' ছবিতে তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।[৭] তাঁর সৃষ্ট বহু কাহিনির চলচ্চিত্র রূপ দেখা যায়। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'অশান্ত ঘূর্ণি' উপন্যাসের কাহিনি নিয়ে বিখ্যাত পরিচালক পিনাকী মুখোপাধ্যায় 'অশান্ত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 160 - 163
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ঘূর্ণি' ছবিটি তৈরি করেন। 'অশান্ত ঘূর্ণি' ছবিটি মুক্তি পায় ২৪ জুলাই ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে।[৮] এই ছবিটির চিত্রনাট্য লিখেছেন লেখক স্বয়ং। তাঁর 'অভিসারিকা' উপন্যাসের কাহিনি নিয়ে পরিচালক কমল মজুমদার 'অভিসারিকা' ছবিটি তৈরি করেন। এই ছবির চিত্রনাট্যও লিখেছেন লেখক নিজেই। 'অভিসারিকা' ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ৩১ আগস্ট ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে অরুণা, রূপবাণী, ভারতী প্রেক্ষাগৃহগুলিতে।[৯] এই ছবির প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন ঋত্বিক ঘটকের 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবির নায়িকা সুপ্রিয়া দেবী।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেঘলোকে' উপন্যাসের প্লটটিও দুর্দান্ত। চলন্ত বিমানের যাত্রী সকলে, প্লেন বিপদে পড়েছে, বিপদ সংকেত পেয়ে যাত্রীরা আতঙ্কিত। প্লেনে উপস্থিত এক পাদ্রীর নির্দেশে সবাই পাপস্খালনের জন্য নিজের পাপ স্বীকার করেন। এই কাহিনি নিয়ে পরিচালক জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় নির্মাণ করেন 'স্বীকারোক্তি' নামক চলচ্চিত্র। বাংলা ছাড়াও তাঁর লেখা কাহিনি নিয়ে হিন্দিতেও তৈরি হয় 'মুঠ্ঠি ভর চাউল' সিনেমাটি।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের বহু গল্পের অডিও রূপ প্রকাশিত হয়। যেমন রেডিও মির্চি তাদের 'সানডে সাসপেন্স' প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে তাঁর 'বিনোদ ডাক্তার', 'ফাঁসির আসামি', 'ভূতচরিত', 'ভূতুড়ে কাণ্ড', 'রাত গভীর', 'আমরা ভূতেরা', 'অলৌকিক', 'আরণ্যক', 'অমর-ধাম' প্রভৃতি গল্পের অডিও রূপ প্রচার করেছে। এছাড়াও ইউটিউব চ্যানেলে পডকাস্ট মাধ্যমে তাঁর পারিজাত বক্সীর গোয়েন্দা কাহিনি 'মৃত্যু-শলাকা', 'মৃত্যুদূত', 'সীমানা ছাড়িয়ে' প্রভৃতি গল্পের অডিও রূপ প্রচারিত হয়। 'অবিশ্বাস্য', 'পাঁচ মুণ্ডির আসর', 'বেনেটির জঙ্গলে', 'বেগম কুঠি', 'সামন্ত বাড়ি', 'ভৌতিক' এছাড়াও আরও অনেক গল্পের অডিও শ্রোতার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

বহুমুখী প্রতিভাধর এই লেখক তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে 'মতিলাল পুরস্কার' এবং ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'তারাশঙ্কর পুরস্কার' লাভ করেন।[১০] ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি তিনি চিরকালের মতো অমৃতলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেন। বাঙালি পাঠক তাঁকে ট্রিলজির (ইরাবতী-আরাকান-উপকূল) জন্য মনে রাখলেও তাঁর বহুতর রচনার সন্ধান আজও পাঠকের অগোচরে রয়ে গেছে। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর জীবিতকালে পাঠকের মুগ্ধতা ও মনোযোগ লাভ করলেও প্রচারের আলো তাঁর ওপর সেভাবে পড়েনি। বাঙালি পাঠক তাঁকে বিস্মরণের ওপারে ঠেলে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর সৃষ্টিকর্মের কথা স্মরণে রেখে তাঁকে নিয়ে আলোচনা করার বহু অবকাশ রয়েছে।

Reference:

১. চক্রবর্তী, অলোক, সন্তোষকুমার ঘোষ কথাসাহিত্যে স্বয়ং নায়ক, আশাদীপ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ২৯
২. ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, বঙ্গসাহিত্যাভিধান (তৃতীয় খণ্ড), ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮
৩. চট্টোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ, বর্মা সমগ্র, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
৪. কুণ্ডু, অশোক, (সম্পাদিত), সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী ১৩৮৮, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা, ১৩৮৮, পৃ. ২৬
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৮০, পৃ. ৭৮১
৬. চট্টোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ, আলোর কমল, পূর্ণ বুক হাউস, কলিকাতা, ১৩৭৭, পৃ. ১২৭
৭. চট্টোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ, ভয়ের মুখোস এবং, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বুক ফার্ম, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০২২, পৃ. ৪
৮. চট্টোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ, বর্মা সমগ্র, শশধর প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪৫৭
৯. তদেব, পৃ. ৪৫৯
১০. চট্টোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ, ভয় সমগ্র, বুক ফার্ম, কলকাতা, অক্টোবর, ২০১৯, পৃ. ৪